চিরহরিৎ সুরলতা

লতা মঙ্গেশকর

সংক্ষিপ্ত জীবনী

লতা মঙ্গেশকর স্বয়ং সরস্বতী। কিভাবে তিনি এই খ্যাতি লাভ করলেন আর আনুসঙ্গিক প্রসঙ্গ গুলি নিয়ে সংক্ষিপ্ত এই জীবনী লেখা হয়েছে। এতে তথ্যাবলী প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। সেখানে ভুল থাকলে তা এখানেও আছে। তবে মহাপুরুষের জীবনীতে আমরা ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে বেশী মাথা ঘামাই না। সুধাকণ্ঠী লতা মঙ্গেশকরের জন্ম হয়েছিল ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁর মামার বাড়ী ইন্দোরে। জন্মের পর তাঁর নাম রাখা হয় হেমা। তাঁর পিতা দীননাথ মঙ্গেশকর নাট্য সঙ্গীতের একজন খ্যাতনামা শিল্পী ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম সেবন্তী বা সুধামতী, যদিও সবাই তাঁকে মাই মঙ্গেশকর বলেই জানত। মাষ্টার দীননাথ মঙ্গেশকরের দ্বিতীয় পত্নী হলেন সেবন্তী। তাঁদের বাড়ী ছিল মহারাষ্ট্রের সাঙলী রাজ্যে। দীননাথ ছিলেন গোমন্তক বা গোমন্তক মারাঠা। তাঁদের আদি বাড়ী গোয়ার মঙ্গেশী গ্রামে। দীননাথের পদবী ছিল হার্ডিকর। অনেকের মতই তিনি এক সময় গ্রামের নামে নিজের পদবী মঙ্গেশকর লিখতে শুরু করেন। কিছুটা বড় হওয়ার পর লতার বাবা মা তাঁর নাম পরিবর্তন করে লতা রাখেন। অনেকের মতে দীননাথের ভববন্ধন নাটকের লতিকা নামের চরিত্র এই নামকরণের অনুপ্রেরণা যোগায়। মাষ্টার দীননাথ ও সেবন্তীর আরও চারটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাঁরা হলেন, মীনা, আশা, উষা নামের তিন কন্যা ও একমাত্র পুত্র হৃদয়নাথ। এঁরা প্রত্যেকেই সুপরিচিত। আশা বোধ হয় জনপ্রিয়তায় দিদিকেও ছাড়িয়ে গেছেন।

লতা মাত্র পাঁচ বৎসর বয়স থেকেই বাবার কাছে সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করেন। মারাঠী নাট্য সঙ্গীত প্রায় সম্পূর্ণভাবে শাস্ত্রীয়সঙ্গীত নির্ভর। ফলে অতি অল্প বয়সেই লতার শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চর্চা শুরু হয়। মাঝে মাঝে লতা বাবার সঙ্গীত নাট্য বা যাত্রাগুলিতে অভিনয় ও গান করতে থাকেন। তাঁর বিদ্যালয় শিক্ষা বা ফর্মাল এডুকেশন বিশেষ হয়ে ওঠেনি। মাঝে মাঝেই ছেদ পড়ত। বাবার নাটকদল ছিল ভ্রাম্যমান যাত্রা পার্টি। শোলাপুর সাঙলী অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে দলটি ঘুরে বেড়াত। তা ছাড়া দীননাথ স্থান পরিবর্তনও করেন দু- একবার। কেউ কেউ বলেন বোন আশাকে মানুষ করার সময় সব সময় তাঁকে সঙ্গে নিয়ে থাকতেন। এমনকি স্কুলেও নিয়ে যেতেন। এতে আপত্তি ওঠায় স্কুল ছেড়ে দেন। অন্য মত হল গান গাইতে আপত্তি করা হত বলে স্কুল ছেড়ে দেন। তবে ছেড়ে দেন এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। ক্রমে ক্রমে বাবার সঙ্গীত নাটকে অভিনয় ও গান করার কাজে যুক্ত হয়ে যাচ্ছিলেন। প্রথম উল্লেখযোগ্য মঞ্চ অভিনয় মাত্র নয় বৎসর বয়সে কোলাপুরের নূতন থিয়েটারে। এইবার তিনি রাগ খম্বাবতীতে একটি সুন্দর গান পরিবেশন করেন। গানটি হল "আলি রি মেঁ তো যোগী"। তার পর

BANGLADARSHAN.COM

তিনি আরও দুটি বিখ্যাত রাগসঙ্গীত মঞ্চে গেয়েছিলেন। এই দুটি হল মানঅপমান পালার "সুরমে বন্দিলে" এবং ব্রহ্মকুমারী পালার "সুহাস্য তুঝে মানসী মোহি"। বাবা মার সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ হয়েছিল লতার। সেই সময়ের নাট্য সঙ্গীতের প্রায় সব শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় ও কিছুটা ভাব আদানপ্রদানের সুযোগও তাঁর ঘটেছিল।

লতার জীবনে প্রথম দুর্ভাগ্য নেমে আসে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে। মাষ্টার দীননাথের মৃত্যু পরিবারটিকে অকূল পাথারে ফেলে দেয়। দিশাহারা লতা সেই সময় বাবার বিশিষ্ট বন্ধু "নবযুগ চিত্রপট মুভি কোম্পানী" র মালিক মাষ্টার বিনায়ক (বিনায়ক দামোদর কর্ণাটকী) এর সাহায্যে সংসার চালনার দায়িত্ব নিলেন। মাষ্টার বিনায়ক পরিবারটির দায়িত্ব নিয়ে বন্ধুকৃত্য সম্পন্ন করেন। তিনিই লতাকে চলচ্চিত্রে অভিনয় ও গানের সুযোগ করে দেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দেই সদাশিব রাও নর্ভেকরের নির্দেশনায় বসন্ত জোগলেকর পরিচালিত মারাঠী ছবি "কিতি হাসল" (১৯৪২) প্রথম গান করেন। গানটি ছিল "নাচুঁ ইয়া গাডে খেলুঁ সারি মানি হৌস ভারী"। এই গানটি বাদ দিয়েই চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায়। তবে লতাকে বেশী অপেক্ষা করতে হয়নি। মাষ্টার বিনায়ক তাঁকে নবযুগ চিত্রপটের "পহিলি মঙ্গল গৌড়" সিনেমায় একটি ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয়ের সুযোগ করে দেন। এই ছবিতে লতা দাদা চণ্ডেকরের (মতান্তরে দত্তা দাভ্জেকর) নির্দেশনায় "নাটলি চৈত্রচি নবলাই" গানটি করেন। এই গানে তাঁর সহশিল্পী ছিলেন স্নেহপ্রভা প্রধান। এক বৎসরের মধ্যেই সিনেমায় তাঁর প্রথম হিন্দী গান "মাতা এক সপুত কি দুনিয়া বদল দে" গানটি গাওয়ার সুযোগ পেয়ে যান। সিনেমার নাম "গজাভাউ"। এটি একটি মারাঠী চলচ্চিত্র। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মাষ্টার বিনায়ক বোম্বাই চলে আসেন দলবল সহ। বোম্বাই তাঁর নূতন কর্মক্ষেত্র হয়ে উঠল। সঙ্গে তিনি বন্ধুর পরিবারকেও নিয়ে এলেন। লতা বোম্বাই নিবাসী হলেন ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। এখানেই তাঁর বাকী জীবন অতিবাহিত করছেন তিনি।

বোম্বাই এ তিনি ওস্তাদ আমানত আলি খাঁএর কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষা শুরু করেন। দত্তা দাভ্জেকর এর সঙ্গীত পরিচালনায় বসন্ত জোগলেকরের হিন্দী চলচ্চিত্র "আপ কি সেবা মে" তে তিনি "পা লাগু কর জোড়ি" গানটি গেয়ে গায়িকা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ছবিতে নৃত্যশিল্পী ছিলেন রোহিণী ভাটে, যিনি পরে বিখ্যাত শাস্ত্রীয় নৃত্যাঙ্গনা হয়ে ওঠেন। এর পর লতা বোন আশার সঙ্গে বিনায়ক মাষ্টারের প্রথম হিন্দী ছবি "বড়ী মা"তে অভিনয় করেন। এই ছবিতে লতা "মাতা তেরে চরণোঁ মে" ভজনটি গেয়েছিলেন। বিনায়ক মাষ্টারের পরবর্তী হিন্দী ছবি শুভদা (১৯৪৬)'র গান রেকর্ডিং এর সময় লতাকে তিনি বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক বসন্ত দেশাই এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত বিভাগের পর তাঁর শিক্ষক আমানত আলি খাঁ পাকিস্তানে চলে গেলে, লতা আমানত আলি দেবাসওয়ালে নামক ওস্তাদের কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষা করেন। তিনি পণ্ডিত তুলসীদাস শর্মার

BANGLADARSHAN.COM

কাছে বেশ কিছুদিন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে তালিম নেন। বড়ে গোলাম আলি খাঁর শিষ্য ছিলেন পণ্ডিত তুলসীদাস শর্মা।

বাবার মৃত্যুর মাত্র ছয় বৎসর পর ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মাষ্টার বিনায়কের মৃত্যু লতার জীবনে দ্বিতীয় বড় আঘাত। কিন্ত প্রতিভাময়ী লতার তখন সঙ্গীত জগতে একটা পরিচিতি এসে গেছে। সঙ্গীত পরিচালক গুলাম হায়দার লতাকে আদর করে ডেকে নিলেন। তিনি তাঁকে গায়িকারূপে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব নিলেন। গুলাম হায়দার লতাকে বিখ্যাত প্রযোজক পরিচালক "শশধর মুখার্জী"র কাছে নিয়ে গেলেন, তাঁর নির্ণীয়মান "শহীদ" ছবিতে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। শশধর লতার গলা খুব তীক্ষ্ণ বা হালকা বলে তাঁকে সুযোগ দিলেন না। বিরক্ত হয়ে গুলাম হায়দার বলেছিলেন, কয়েক বৎসরের মধ্যে পরিচালক ও সঙ্গীত পরিচালকেরা গান গাওয়ার জন্য লতার পায়ে ধরবে। গুলাম হায়দার নিজে লতাকে তাঁর সঙ্গীত পরিচালনায় "মজবুর"(১৯৪৮) ছবিতে "দিল মেরা তোড়া" গানটি গাওয়ান। এইটি লতার প্রথম বড় সুযোগ। লতা পৌঁছে গেলেন পেশাদার প্লেব্যাক গায়িকাদের স্তরে।

তখন হিন্দী চলচ্চিত্রের সঙ্গীত জগতে প্লেব্যাক গায়িকা নুরজাহান খুব জনপ্রিয়। যদিও দেশভাগের পর তিনি পাকিস্তানে চলে যাওয়ার লতার সুযোগ পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে গিয়েছিল। লতা প্রথম দিকে প্রচলিত নুরজাহান স্টাইলেই গান করতেন। তবে এই দশা কয়েক বৎসর মাত্র চলেছিল। অল্পকালের মধ্যেই লতা নিজস্ব গায়কী তৈরী করে নেন। আজীবন এই নিজস্বতা লতা বজায় রেখেছেন। তিনি খুব বেশী কায়দা করে গান গাওয়ার পক্ষপাতী নন। যদিও স্থানে স্থানে স্বতঃস্ফূর্ত ইম্প্রোভাইজেশন তাঁর গানকে অনবদ্য বিশিষ্টতা এনে দেয়। প্রথম দিকে লতার আর একটি সমস্যা হয়েছিল। মারাঠী টাঙ তাঁর হিন্দী উচ্চারণে কিছুটা অসুবিধা করছিল। হিন্দী চলচ্চিত্র কার্যতঃ উর্দু চলচ্চিত্র। বেশীর ভাগ হিন্দীছবির ডায়ালগ ও গানের বাণী লেখেন মুসলমান লেখকেরা যাঁরা যথেষ্ট ফার্সী ভারাক্রান্ত উর্দু ব্যবহার করে থাকেন। একথা মনে রাখতে হবে, উর্দু উচ্চারণ পুরোপুরি ফারসী বর্ণমালার উচ্চারণ। চলতি হিন্দী ভাষার টাঙ থেকে তা অনেকটাই আলাদা। লতাকে এই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে অনেক চেষ্টা করতে হয়েছে। অভিনেতা দিলীপ কুমার প্রায়ই মৃদু অভিযোগ করতেন যে, লতার উচ্চারণ সঠিক নয়। লতা নিয়ম করে শফী নামের এক উর্দু শিক্ষকের কাছে উর্দু ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পরেও তাঁকে উর্দু উচ্চারণ শিখিয়েছেন সঙ্গীত পরিচালক নৌসাদ। তবে সুরের আড়ালে এসব ছেঁদো সমস্যা চাপা পড়ে গেছে। শ্রোতারা লতার গানে কোনদিন কোন ত্রুটিবিচ্যুতি দেখতে পান না। বরং অনেকে মনে করেন চোস্ত ফার্সী উচ্চারণ গানে কেউ করে না। বড়ে গোলাম আলিও করেন নি, নুরজাহান ও করেননি। ব্রজভাষার মাধুর্য হিন্দীতে তবুও কিছু আছে। বার বার তাই সেই শব্দগুলিই কট্টর উর্দু শায়রের কবিতায় ঢুকে পড়ে। অবশ্য কিছুদিন পরে লতাকে প্রশ্ন

BANGLADARSHAN.COM

করার সাহস কারও ছিল না। কিন্তু লতা বাধ্য ছাত্রীর মত তাঁর উচ্চারণ সম্বন্ধে যে যা বলেছেন তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে নিজেকে ক্রমাগত উন্নত করে তুলেছেন।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষেমচন্দ্র প্রকাশের সঙ্গীত পরিচালনায় "মহল" সিনেমার "আয়েগা আনেওয়ালা" গানটি মধুবালার লিপে ছিল। এই হিট গানটি গাওয়ার পর লতা বিখ্যাত হয়ে গেলেন। তখনকার বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক অনিল বিশ্বাস লতাকে "তারাণা" ও "হীর" ছবিতে গান গাওয়ালেন। এর পর "আহ" এবং "আগ" ছবিতে শঙ্কর জয়কিষণ এর সঙ্গীত পরিচালনায় কয়েকটি গান গেয়ে লতা অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেলেন। প্রত্যেকটি গানই মানুষের মুখে মুখে ফিরত। ষাট বছর পরেও এই গানগুলি সমান জনপ্রিয়। আর এক বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক পণ্ডিত হুস্‌ন্‌ লাল ভগতরাম, "বড়ী বহন", "মীনা বাজার", "আফসানা", "আঁধি রাত", "আঁসু", "ছোটী ভাবী", "আদল্‌ এ জাহাঙ্গীর" প্রভৃতি ছবিতে পরপর গান গাওয়ালেন লতাকে দিয়ে। শঙ্কর জয়কিষণ এর পর নৌসাদ আলি এবং শচীনদেব বর্মণও লতাকে নিজেদের ছবিতে গান গাওয়ার সুযোগ করে দেন। একে একে সি রামচন্দ্র, বসন্ত দেশাই, হেমন্ত কুমার, সলিল চৌধুরী, খৈয়াম, রবি শর্মা, সাজ্জাদ হুসেন, রোশন, কল্যাণজী আনন্দজী, হংসরাজ বেহল, সুধীর ফাড়কে, মদন মোহন, উষা খান্না প্রভৃতি সব সঙ্গীত পরিচালক লতাকে নিজেদের ছবিতে গান গাওয়ালেন। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লতা অপরিহার্য হয়ে গেলেন। তাঁকে ছাড়া ছবি হওয়া শক্ত। একটি কথা না বললেই নয়। দ্বিভাষিক চলচ্চিত্র "অমর ভূপালী"তে লতা যে কটি বাঙলা গান গেয়েছেন (কয়েকটি ব্রজবুলীতে) সেগুলিই লতার প্রথম বাঙলা গান। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে লতা তাঁর প্রথম বিশুদ্ধ বাঙলা গান রেকর্ড করেন। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তামিল গানও রেকর্ড করেন। ১৯৫০ এর দশকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী লতা, প্রথম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলেন তাঁর সহোদরা আশার কাছ থেকে। সুরাইয়া, সমসাদ বেগমরাও ছিলেন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শচীনদেব বর্মণ এর সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন লতা, এর পর টানা পাঁচ বছর লতা শচীনদেবের ছবিতে গান করেননি। এই সুযোগে আশা তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটান। যে যাদু পরের চার পাঁচ দশক শ্রোতাদের মোহিত করে রেখেছিল।

১৯৫০ এর দশকে লতা নৌসাদ আলির পরিচালনায় "বৈজু বাওরা", "মুগল এ আজম" ও "কোহিনুর" ছবিগুলিতে গান করেন। রাগপ্রধান এই গানগুলি লতা বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করেছিলেন। নৌসাদ আলির সঙ্গীত পরিচালনায় লতার প্রথম গান জি এম দুরাণীর সঙ্গে "ইয়ে চোরো কি জাত বড়ী বেওফা"। শঙ্কর জয়কিষণ সুরারোপিত "শ্রী ৪২০" ও "চোরী চোরী" ছবি দুটিতে লতার সবকটি গানই সুপার হিট। শচীনদেবের সঙ্গীত পরিচালনায় "সাজা" , "হাউস নম্বর ৪৪" ও "দেবদাস" ছবিগুলিতেও লতার গান হিট করে। এই দশকের সমস্তটা জুড়ে সঙ্গীত পরিচালক সি রামচন্দ্র (রামচন্দ্র চিতলকর) লতাকে দিয়ে "আনারকলি", "আলবেলা", "আশা", "পহলী ঝলক", "শিন শিন্‌কাই বুব্বা

BANGLADARSHAN.COM

বু", "আজাদ" ও "অমরদীপ" ছবিগুলিতে গান গাওয়ান। এর অনেকগুলি গান আজও সমানে সমাদৃত হচ্ছে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে মিষ্টত্ব আরোপে মদন মোহন অতুলনীয়। স্বভাবতঃই লতা তাঁর যন্ত্র। লতা নিজের নামের প্রতি সুবিচার করে মদন মোহনের "আদালত", "রেলওয়ে প্লাটফর্ম", "দেখ কবীরা রোয়া" ও "চাচা জিন্দাবাদ" প্রভৃতি ছবিতে সুরের মূর্ছনা সৃষ্টি করেছেন। এরই মধ্যে লতা বাঙলা সঙ্গীত জগতে পা রেখেছেন। একদিন রাত্রে ছবিতে "জাগো মোহন প্রি(য়)তম" গানটি লতার প্রতিভার এক বিরল প্রকাশ। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে লতা একটানা পূজোর গান রেকর্ড করেছেন। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের থেকে পর পর ছায়াছবির গানও গেয়ে আসছেন বাঙলায়। ইতিমধ্যে লতা জীবনের তিরিশটি বসন্ত পার হয়ে এসেছেন। যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্বেও তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি। এই ব্যক্তিগত বিষয়ে তিনি কখনও কিছু বলতেন না। যদিও অনেক পরে দু একটি কথা শোনা গেছে। এও শোনা গেছে যে লতা শ্রীকৃষ্ণকে স্বামীরূপে স্বীকার করে নিজেকে মানববন্ধনের বাইরে রেখেছেন। বোন আশা প্রায় তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই গানের জগতে ঢুকে পড়েছিলেন। আশা অনেকবার বলেছেন, দিদির সমর্থন পেলে তাঁর হয়ত প্রতিষ্ঠিত হতে কম সময় লাগত। তবে এর পিছনে সবচেয়ে বড় কারণটি হল, বাড়ীর অমতে আশার বিবাহ। লতার নিজ- সহায়ক ৩১ বছর বয়সী গণপতরাও ভোঁসলের সঙ্গে ১৬ বছরের আশা পালিয়ে বিয়ে করেন। বছর কয়েক অসুখী বিবাহিত জীবন কাটিয়ে যদিও লতা মায়ের কাছে ফিরে আসেন, তবুও লতার সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে কয়েক দশক লেগেছিল।

১৯৫০ এর দশকে লতা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হলেন গীতা রায় (পরে দত্ত) নামের বাঙালী গায়িকার কাছ থেকে। আশাও ধীরে ধীরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন। সুরাইয়া এবং সমসাদ বেগম ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছিলেন। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে লতার কয়েকটি গান সুপার হিট হয়। মধুবালার লিপে "মুগল এ আজম" সিনেমার 'প্যার কিয়া তো ডরনা কেয়া' এবং মীনাকুমারীর লিপে "দিল আপনা প্রীত পরায়া" ছবির 'আজীব দাস্তান হ্যায় ইয়ে' সবার মুখে মুখে আজও ঘোরে।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে "দো আঁখে বারহ হাত" আর ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে "বিশ সাল বাদ" সিনেমার গানও খুব জনপ্রিয় হয়। বিশ সাল বাদ এর জন্য লতা প্রথম "ফিল্ম ফেয়ার" পুরষ্কার পেলেন। চৈনিক আক্রমণের ঠিক পরে সি রামচন্দ্রের সুরে "অ্যায় মেরে বতন কে লোগোঁ" (রচনা কবি প্রদীপ) গানটি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জবাহর লাল নেহরুর উপস্থিতিতে গেয়ে তিনি সকলের চোখে জল এনে দিয়েছিলেন। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে লতা আবার শচীন দেবের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করেন। এই পর্বে "গাইড" সিনেমার ও "জুয়েল থীফ" সিনেমার গানগুলি সফল হয়। ঠিক এই সময়ে কল্যাণজী আনন্দজী উঠে আসছিলেন। তবে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল "লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল" জুটির অভ্যুদয়। এঁদের গান গেয়ে লতা বহু হিট করেছেন। প্রায় সাতশো গান তিনি এঁদের সুরে গেয়েছেন। এর সামান্য

BANGLADARSHAN.COM

পরে রাহুলদেব বর্মণ সুরকার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। রাহুলদেবের প্রথম ছবি "ছোটে নবাব"এ লতা গান গাইলেন। লতা রাহুলদেবের সুরে "আমার মালতী লতা" গানটি রেকর্ড করেন ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। জয়দেব ও মদনমোহন লতাকে দিয়ে মিষ্টি সুরের বেশ কিছু গান করিয়েছেন। মদন মোহনের "মেরা সায়া", "আনপড়", "ও কৌন থি" প্রভৃতি সিনেমার গান আজও সমান জনপ্রিয়। হিন্দী এবং বাঙলা গানে লতার উপর হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এর প্রভাব অসীম। ছোটখাট লতা ছয়ফুট হেমন্তদার বাধ্য ছাত্রী ছিলেন। তাঁর সুরের মিষ্টতার অনেক ট্রেনিংই হেমন্তদার কাছে। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয়ে এই সম্পর্ক আজীবন চলেছিল। হেমন্তের সুরে নাগিন ছবির গান গেয়ে লতা খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিলেন। বাঙলায় তাঁদের যুগলবন্দী যে কয়টি সিনেমায় কার্যকরী হয়েছিল, তার মধ্যে মণিহার প্রধান। পরবর্তী অংশে বাঙলা সিনেমায় গাওয়া লতার সব গানের তালিকা দেওয়া আছে। এ ব্যাপারে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তবে লতা ও সলিল চৌধুরীর জুড়িকে অনেকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে লতা প্রথম কাণাড়া সিনেমায় গান করলেন। পরবর্তী দশকে তিনি ভারতের পর সব ভাষায় ও নেপালীতে গান রেকর্ড করেছেন। মারাঠী সিনেমায় তিনি বহু গান গেয়েছেন এবং চার পাঁচটি ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। তিনি প্রথম জীবনে একক এবং যৌথভাবে কয়েকটি হিন্দী ছবিও প্রযোজনা করেছেন। জীবনের মধ্যাহ্নে তাঁর এক বিশেষ অনুরাগী ভক্ত সত্যিকারের রাজপুত্র রাজ সিংহ দুঙ্গারপুর তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্টতা অর্জন করেন। অনেকে ভাবতেন তাঁরা বিয়ে করবেন। কিন্তু লতা এ ব্যাপারে কিছু বলেননি। গানের জীবনে লতার অগ্রগতি অব্যাহত থাকল আরও দুই দশক।

১৯৭০ ও '৮০'র দশক লতা সম্পূর্ণ সক্রিয় ছিলেন, যদিও সত্তরের দশকে খাতির চূড়ার পৌছে যাবার পরে আশির দশকে লতা আস্তে আস্তে প্লেব্যাক গানের জগৎ থেকে হারিয়ে গেলেন। যদিও শতাব্দীর সবটাতেই তিনি গান করেছেন। কিন্তু আশির দশকের পরে তা নগণ্য। সত্তরের দশকে তিনি ১৯৭৩ ও ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জাতীয় পুরষ্কার পান। তাঁর শ্রেষ্ঠ গানগুলি যে সব ছবিতে ছিল তার মধ্যে "কারবাঁ", "অমর প্রেম", "প্রেম পূজারী", "অভিমান", "হীর রণঝা", "শর্মিলী", "পাকীজা", "সত্যম শিবম সুন্দরম", "কাটি পতঙ্গ" ও "ববি" উল্লেখযোগ্য। এই সময় থেকেই লতা দেশে ও দেশের বাইরে বহুসংখ্যক কনসার্টে অংশ গ্রহণ করেন। সেগুলির লাইভ রেকর্ডিং করা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল। বাঙলা এবং মারাঠীতে তিনি একটানা নন ফিল্ম গান রেকর্ড করে গেছেন। তাঁর গাওয়া মীরার ভজনগুলি অত্যন্ত শ্রুতিমধুর। তিনি তুলসী রামায়ণ ও গীতা ও রেকর্ড করেছেন। ১৯৮০'র দশকে তাঁর বিখ্যাত ছবিগুলি হল "সিল সিলা", "ফাসলে", "বিজয়", "বেজুবান", "ম্যায়নে প্যার কিয়া", "উস্তাদি উস্তাদ সে", "ওহ যো হাসিনা", ও "রুদালী"। ১৯৯০'র দশকে তাঁর বিখ্যাত ছবিগুলি হল "লমহে", "ডর", "ইয়ে দিল্লাগী", "দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে যায়েঙ্গে"ও "দিল

BANGLADARSHAN.COM

তো পাগল হ্যায়"। একবিংশ শতাব্দীতেও লতা "মহব্বতেঁ (২০০০)", "মুঝসে দোস্তি করোগে(২০০২)" "বীর- জারা(২০০৪)", "বেওফা(২০০৫)", "পেজ থ্রি(২০০৫)" ও "জেল(২০০৯)" সিনেমায় প্লেব্যাক করেছেন। ব্যক্তি জীবনে লতা ধীর স্থির, সংসারী, হিসাব করে চলা বিষয়ী মানুষ। তাঁর ব্যবসায় বুদ্ধির সকলে প্রশংসা করে। তিনি যথেষ্ট টাফ নেগোশিয়েটর। বড় হওয়ার থেক বড় হয়ে থাকা আরও শক্ত। লতার মধ্যে এই থাকার জন্য প্রয়োজনীয় গুণগুলি সবই বর্তমান। লতার গাওয়া গানের সংখ্যা নিয়ে প্রচুর ভুল ধারণা আছে। প্রায় তিন দশক আগে তিনি পঁচিশ হাজার গান রেকর্ড করেছেন বলে গিনেস বুক অফ রেকর্ডস এ তাঁর নাম উঠেছিল। এখন দেখা যাচ্ছে তাঁর গাওয়া গানের সংখ্যা সাত হাজারের কিছু বেশী। সর্বাধিক রেকর্ড করার রেকর্ড এখন আশা ভোসলের নামে।

জীবনে বহু পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছেন লতা। তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি পুরষ্কার নীচে উল্লেখ করা হল। লতা ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যসভার সদস্য মনোনীত হন। তিনি এই ব্যাপারে খুব আগ্রহী ছিলেন না। বয়সের কারণে তিনি খুব একটা অংশগ্রহণও করতে পারেননি। ২০০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ নাগরিক সম্মান "ভারত রত্ন" পুরষ্কারে ভূষিত হন।

পুরষ্কার	বৎসর
ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ড	১৯৫৮ (মধুমতী)
	১৯৬২ (বিশ সাল বাদ)
	১৯৬৫ (খানদান)
	১৯৬৯ (জীনে কি রাহ)
ন্যাশনাল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড	
(শ্রেষ্ঠ মহিলা প্লেব্যাক শিল্পী)	১৯৭২
	১৯৭৪
	১৯৯০
দাদা সাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ড	১৯৮৯
পদ্মভূষণ	১৯৬৯
পদ্মবিভূষণ	১৯৯৯
ভারতরত্ন	২০০১

BANGODARSHAN.COM

ডি লিট	কোলাপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পুণা বিশ্ববিদ্যালয়, শিবাজী বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দ্রাবাদ ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।
পাকিস্তানের নুরজাহান পুরস্কার	২০০১
বেঙ্গল ফিল্ম জার্ণালিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন পুরস্কার	১২ বার পেয়েছেন।

দাঁড়িয়ে আশা, হৃদয়নাথ ও ঊষা

বসে লতা, মাই মঙ্গেশকর, মীণা

BANGLA.COM

আধুনিক ও রবীন্দ্রসঙ্গীত

গানের প্রথম ছত্র	সুরকার	গীতিকার	রেকর্ড নং	বৎসর
তোমার হল শুরু আমার হল সারা (সহঃ হেমন্ত)	রবীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ	GE24692	১৯৫৩
মধুগন্ধে ভরা (সহঃ হেমন্ত)	রবীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ	GE24692	১৯৫৩
আকাশ প্রদীপ জ্বলে দূরের তারার	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	পবিত্র মিত্র	GE24813	১৯৫৭
কত নিশি গেছে নিদ হারা ওগো	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	পবিত্র মিত্র	GE24813	১৯৫৭
রঙ্গিলা বাঁশীতে কে ডাকে	ভূপেন হাজারিকা	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	GE24861	১৯৫৭
মনে রেখো ওগো আধো চাঁদ	ভূপেন হাজারিকা	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	GE24861	১৯৫৭
প্রেম একবারই এসেছিল জীবনে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE24912	১৯৫৮
ও পলাশ ও শিমুল, কেন এ মন মম	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE24912	১৯৫৮
যা রে উড়ে যা রে পাখী	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	GE24972	১৯৫৯
না যেও না রজনী এখনও বাকী	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	GE24972	১৯৫৯
আমার গোপন ব্যাথার মাঝে	বিনোদ চট্টোপাধ্যায়	শ্রী শঙ্কর	GE24984	১৯৬০
তোমার বকুল বনে একটি	বিনোদ চট্টোপাধ্যায়	শ্রী শঙ্কর	GE24984	১৯৬০
না যেও না রজনী এখনও বাকী	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	GE25023	১৯৬০
ওগো আর কিছুই তো নয় বিদায় নেবার	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	GE25023	১৯৬০
সাত ভাই চম্পা জাগো রে জাগো রে	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	GE25067	১৯৬১
কি যে করি দূরে যেতে হয় তাই	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	GE25067	১৯৬১
কেন কিছু কথা বল না, শুধু চেয়ে চেয়ে	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	GE25157	১৯৬৩
ও তুই নয়ন পাখী আমার রে বল কোথায়	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	GE25157	১৯৬৩
আমার মালতীলতা ওগো কি আবেশে দোলে	রাহুলদেব বর্মণ	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	GE25236	১৯৬৫
আমি বলি তোমায় দূরে থাকো তুমি কথা	রাহুলদেব বর্মণ	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	GE25236	১৯৬৫
মন লাগে না, নিশিদিন নিশিদিন	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	N 83254	১৯৬৭
কে যাবি আয়	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	N 83254	১৯৬৭
যদি বারণ কর তবে যাব না যাব না	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	N 83288	১৯৬৮
ও ঝর ঝর ঝর্ণা ও রূপালী বর্ণা	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	N 83288	১৯৬৮
ওরে মন ময়না	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	45N 83335	১৯৬৮
না মন লাগে না তুমি বিনা	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	45N 83335	১৯৬৮
দে দোল দোল দে দোল দোল	হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী	7EPE 1134	১৯৭০
বাদল কালো ঘিরল গো (সহঃ হেমন্ত)	হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী	7EPE 1134	১৯৭০
ওগো মা গঙ্গা মাগো মা গঙ্গা	হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী	7EPE 1134	১৯৭০
ও প্রজাপতি প্রজাপতি পাখনা মেলো	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	45N 83440	১৯৭১
পা মা গা রে সা তার চোখের ভাষা	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	45N 83440	১৯৭১
অন্তবিহীন বড় বড় শূন্য শূন্য দিন	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	45N 83491	১৯৭২
কিছুতো চাহিনি আমি শুধু চেয়ে চেয়ে থাকি	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	45N 83491	১৯৭২

কি লিখি তোমায়	কিশোর কুমার	মুকুল দত্ত	45N 83561	১৯৭৪
ভালবাসার আগুন জ্বেলে	কিশোর কুমার	মুকুল দত্ত	45N 83561	১৯৭৪
নাও গো মা ফুল নাও	হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী	S/7EPE 3104	১৯৭৫
এ দিন তো যাবে না	হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী	S/7EPE 3104	১৯৭৫
ঝিলিক ঝিলিক ঝিনুক খুঁজে পেলাম	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	S/7EPE 3104	১৯৭৫
ও মোর ময়না গো কার কারণে তুমি	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	S/7EPE 3104	১৯৭৫
তুমি বিশ্বমাতা ব্রহ্মময়ী	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	দেবীং দুর্গতি নাশিনিং মহালয়া	১৯৭৬
পদ্মপাতায় ভোরের শিশির	হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	S/7EPE 3182	১৯৭৭
দূরে আকাশ সামিয়ানায়	হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	S/7EPE 3182	১৯৭৭
জুঁই সাদা রেশমী জোছনায়	হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	S/7EPE 3182	১৯৭৭
দুয়ো দুয়ো আড়ি	হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	S/7EPE 3182	১৯৭৭
আজ নয় গুন গুন গুঞ্জন (সহঃ আবৃত্তি পাঠ সলিল চৌধুরীর কণ্ঠে)	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	INRECO 2126-3001, 45 LP 2626 7004	১৯৭৭
আজ তবে এই টুকু থাক	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	INRECO 2126-3001, 45 LP 2626 7004	১৯৭৭
কেন যে কাঁদাও বারে বারে (সহঃ আবৃত্তি পাঠ সলিল চৌধুরীর কণ্ঠে)	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	S/45 NLP 2037 7EPE 3471	১৯৮০
এবার আমি আমার থেকে	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	S/45 NLP 2037	১৯৮০
বড় বিষাদ ভরা রজনী	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	S/45 NLP 2037	১৯৮০
ঝিম চিকি চাক (সহঃ কোরাস)	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	S/45 NLP 2037	১৯৮০
একদিন আমরা সবাই মিলে(সহঃ কোরাস)	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	S/45 NLP 2037	১৯৮০
ভাল করে তুমি চেয়ে দেখ	ভূপেন হাজারিকা	শিবদাস ব্যানার্জী	S/7EPE 3386	১৯৮১
জোছনার রাতি	ভূপেন হাজারিকা	ভূপেন হাজারিকা	S/7EPE 3386	১৯৮১
অপরূপা অপরূপা	ভূপেন হাজারিকা	ভূপেন হাজারিকা (অনুবাদ মিণ্টু মুখার্জী)	S/7EPE 3386	১৯৮১
অস্ত আকাশের গোধুলি রঙ নিয়ে	ভূপেন হাজারিকা	ভূপেন হাজারিকা (অনুবাদ মিণ্টু মুখার্জী)	S/7EPE 3386	১৯৮১
তোমারই আমি আর কারও না	মানস মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	S/7EPE 3408	১৯৮২

তোমার গভীর ভালবাসায়	মানস মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	S/7EPE 3408	১৯৮২
কৃষ্ণচূড়া শোন্ শোন্ শোন্	মানস মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	S/7EPE 3408	১৯৮২
যেতে চাই	মানস মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	S/7EPE 3408	১৯৮২
তুমি তো শীতল - - - তুমি পাথর চোখেও	হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	S/7EPE 3444	১৯৮৩
তোমাকে শোনাতে এ গান যে গেয়ে যাই	হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	S/7EPE 3444	১৯৮৩
বেহায়া বাঁশী ডাকে যে	হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	S/7EPE 3444	১৯৮৩
ওই ডাকে কোকিলা (সহঃ কোরাস)	হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর	স্বপন চক্রবর্তী	VBLP 1028	১৯৮৬
জানি না কেন গো মন	হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর	স্বপন চক্রবর্তী	VBLP 1028	১৯৮৬
কুটুম পাখী ডাকে (সহঃ কোরাস)	হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর	স্বপন চক্রবর্তী	VBLP 1028	১৯৮৬
বল বল ললিতা	হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর	স্বপন চক্রবর্তী	VBLP 1028	১৯৮৬
জানি জানি আসবে না তুমি	হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর	স্বপন চক্রবর্তী	VBLP 1028	১৯৮৬
বহুদিনের পরে তুমি এলে যে (সহঃ কোরাস)	হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর	স্বপন চক্রবর্তী	VBLP 1028	১৯৮৬
রাণার চলেছে তাই ঝুম ঝুম	সলিল চৌধুরী	সুকান্ত ভট্টাচার্য	PSLP 1670	১৯৮৮
সবার আড়ালে সাঁঝ সকালে	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	PSLP 1670	১৯৮৮
ও আমার প্রাণসজনী চম্পাবতী কন্যা	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	PSLP 1670	১৯৮৮
আমি চলে চলে থেমে গেছি	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	PSLP 1670	১৯৮৮
ভুলনা প্রথম সে দিন	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	PSLP 1670	১৯৮৮
সাত সকালে মনে দোরে	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	PSLP 1670	১৯৮৮
ধরণীর পথে পথে	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	PSLP 1670	১৯৮৮
এই জীবন কখন মগন	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	PSLP 1670	১৯৮৮

BANGC

চলচ্চিত্রের গান

গানের প্রথম ছত্র	সুরকার	গীতিকার	ছবির নাম / বৎসর	রেকর্ড
তুয়া পিরীতে দুঃখ সদা দিও না মোরে	বসন্ত দেশাই	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অমর ভূপালী ১৯৫২	N64501
কেন দূর দেশে যাও বঁধুয়া	বসন্ত দেশাই	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অমর ভূপালী ১৯৫২	N64501
সুখে মাতে চিত	বসন্ত দেশাই	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অমর ভূপালী ১৯৫২	N64502
ঘনশ্যাম সুন্দর (সহঃ মান্না দে)	বসন্ত দেশাই	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অমর ভূপালী ১৯৫২	N64504
লত পত লত পত (ব্রজভাষা)	বসন্ত দেশাই	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অমর ভূপালী ১৯৫২	N64505
মরি মরি ওরে(ব্রজভাষা) (সহঃ মান্না দে)	বসন্ত দেশাই	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অমর ভূপালী ১৯৫২	N64505
হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে	রবীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ	বউ ঠাকুরাণীর হাট ১৯৫৩	GE 30269
শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা	রবীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ	বউ ঠাকুরাণীর হাট ১৯৫৩	GE 30269
রিণিকি ঝিনিকি ছন্দে	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অসমাপ্ত ১৯৫৬	GE 30325
পূর্ণিমা নয় এ যেন রাহুর গ্রাস	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অসমাপ্ত ১৯৫৬	GE 30325
জাগো মোহন প্রীতম জাগো	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	একদিন রাত্রে ১৯৫৬	N 76039
ভগবান এই দুনিয়ায় (সহঃ হেমন্ত)	পবিত্র চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	বড়মা ১৯৫৭	GE 30353
ফেলে আসা পথপানে	ভূপেন হাজারিকা	শ্যামল গুপ্ত	জীবন তৃষ্ণা ১৯৫৭	GE 30389
অস্ত আকাশে দিনের চিতা জ্বলে	ভূপেন হাজারিকা	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	কড়ি ও কোমল ১৯৫৭	GE 30382
তীর বেঁধা পাখী	ভূপেন হাজারিকা	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	কড়ি ও কোমল ১৯৫৭	GE 30383
কত যে কথা ছিল	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	বিমল চন্দ্র ঘোষ	শেষ পরিচয় ১৯৫৭	GE 30349
ঝুম ঝুম কর গা লে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবি	শেষ পরিচয় ১৯৫৭	GE 30350
চল অ্যায়সী জগহ অ্যায় দিল	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবি	শেষ পরিচয়	GE

			১৯৫৭	30350
উড়কি ধানের মুড়কি দেব	ভূপেন হাজারিকা	সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়	জোনাকির আলো ১৯৫৮	রেকর্ড অপ্রকাশিত
চখা চখী পঙ্খীরা কাঁদে	ভূপেন হাজারিকা	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	জোনাকির আলো ১৯৫৮	রেকর্ড অপ্রকাশিত
এই মন বিহঙ্গ	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	যৌতুক ১৯৫৮	GE 30410
ফাঁদে পড়িয়া বগা কাঁদে রে	????	প্রচলিত	ও আমার দেশের মাটি ১৯৫৮	GE 30402
আর যেন নেই কোন ভাবনা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	দীপ জ্বেলে যাই ১৯৫৯	GE 30425
দেবী প্রপন্নারতি হরে প্রসীদ	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	প্রচলিত স্তোত্র	মরুতীর্থ হিংলাজ ১৯৫৯	রেকর্ড অপ্রকাশিত
পথের ক্লান্তি ভুলে (মূল গায়ক হেমন্ত) কোরাসে লতা ও গীতা দত্ত ছিলেন।	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	মরুতীর্থ হিংলাজ ১৯৫৯	GE 30406
হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক (মূল গায়ক হেমন্ত) কোরাসে লতা ও গীতা দত্ত ছিলেন।	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	প্রচলিত স্তোত্র	মরুতীর্থ হিংলাজ ১৯৫৯	GE 30407
সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ (মূল গায়ক হেমন্ত) কোরাসে লতা ও গীতা দত্ত ছিলেন।	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	প্রচলিত স্তোত্র	মরুতীর্থ হিংলাজ ১৯৫৯	GE 30407
এ আমায় কোথায় নিয়ে এলি	সুধীন দাশগুপ্ত	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	পঙ্কতিলক ১৯৬১	N 77021
ঘির আয়ি বাদরিয়া	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	কৈফী আজমী	আলোর পিপাসা ১৯৬৫	GE 30586
না বাজাইহ শ্যাম বৈরী বাঁশুরী	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	কৈফী আজমী	আলোর পিপাসা ১৯৬৫	GE 30586
আমার কথা শিশির ভেজা	শৈলেন মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	দোলনা ১৯৬৫	GE 30602
কে যেন গো ডেকেছে আমায় (১ম ভাগ) সহঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	মণিহার ১৯৬৬	GE 30630
কে যেন গো ডেকেছে আমায় (২য় ভাগ) সহঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	মণিহার ১৯৬৬	রেকর্ড অপ্রকাশিত
আষাঢ় শ্রাবণ, মানে না তো মন	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	মণিহার ১৯৬৬	GE 30632
নিঝুম সন্ধ্যায় পান্থ পাখীরা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	মণিহার ১৯৬৬	GE 30632
কেন গেল পরবাসে বল বঁধুয়া	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	মণিহার ১৯৬৬	GE 30633
কে যেন গো ডেকেছে আমায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	মণিহার ১৯৬৬	GE 30633
দেখোনা আমায় ওগো আয়না	মান্না দে	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	রামধাক্কা ১৯৬৬	GE 30652
আকাশে বাতাসে আমার ছুটি	মান্না দে	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	রামধাক্কা ১৯৬৬	জানা নাই

(সহঃ কোরাস)				
আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব	সুধীন দাশগুপ্ত	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	শঙ্খবেলা ১৯৬৬	N 77078
কে প্রথম কাছে এসেছে (সহঃ মান্না দে)	সুধীন দাশগুপ্ত	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	শঙ্খবেলা ১৯৬৬	N 77078
একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি		প্রচলিত	সুভাষচন্দ্র ১৯৬৬	N 77073
সুর যেন জাগে সুললিত কুসুম (সহঃ বালমুরলী কৃষ্ণ)	রাঘবুলু নাইডু	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস ১৯৬৭	রেকর্ড অপ্রকাশিত
চঞ্চল ময়ূরী এ রাত বঁধু যেতে দিওনা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	অদ্বিতীয়া ১৯৬৮	N 77119
চঞ্চল মন আনমনা হয় যেই তার ছোঁয়া লাগে (সহঃ হেমন্ত)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	অদ্বিতীয়া ১৯৬৮	N 77119
বোঝ না কেন তুমি বোঝ না	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	অদ্বিতীয়া ১৯৬৮	N 77120
যাবার বেলায় পিছু থেকে ডাক দিয়ে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	অদ্বিতীয়া ১৯৬৮	N 77121
যদিও রজনী পোহালো তবুও দিবস	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	বাঘিনী ১৯৬৮	GE 30688
আমি প্রদীপের নীচে পড়ে থাকা এক অন্ধকার (পরে সঙ্গীত পরিচালক অনিল দত্ত এই গানটি আরতিকে দিয়ে করিয়ে ফিল্মে অন্তর্ভুক্ত করেন।)	বাপ্পী লাহিড়ী	সুনীল বরণ	দাদু ১৯৬৯	রেকর্ড অপ্রকাশিত
চলে যেতে যেতে দিন বলে যায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	মন নিয়ে ১৯৬৯	45 AEC 4034, ECLP 3421
তুমি যে আমার স্বপ্ন	শৈলেশ রায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গনে	রেকর্ড অপ্রকাশিত
ফুলোঁ মে সে (সহঃ উষা মঙ্গেশকর)	শচীনদেব বর্মণ	আনন্দ বক্সী	চৈতালী ১৯৭১	EMOE 1009
শ্যাম ভয়ি বিন শ্যাম	শচীনদেব বর্মণ	আনন্দ বক্সী	চৈতালী ১৯৭১	EMOE 1009
দংশিলি তুই মানে না	শচীনদেব বর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	চৈতালী ১৯৭১	EMOE 1009
পায়ল বাজ গয়ী	শচীনদেব বর্মণ	আনন্দ বক্সী	চৈতালী ১৯৭১	EMOE 1009
এস কাছে এস	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	কুহেলী ১৯৭১	BOE1001
কেন এলে মরণের দেশে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	কুহেলী ১৯৭১	BOE1001
কে জেগে আছ	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	কুহেলী ১৯৭১	BOE1002
তুমি রবে নীরবে (সহঃ হেমন্ত)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ	কুহেলী ১৯৭১	BOE1004
ওরে মন পাখী	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	অনিন্দিতা ১৯৭২	BOE1005
কেমনে তরিব তারা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	অনিন্দিতা ১৯৭২	BOE1005
দাদাভাই মূর্তি বানাও (আনন্দ)	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	রক্তাক্ত বাঙলা ১৯৭২ (বাংলা দেশে মুক্তিপ্রাপ্ত)	রেকর্ড সারেগামা

দাদাভাই মূর্তি বানাও (দুঃখ)	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	রক্তাক্ত বাঙলা ১৯৭২ (বাংলা দেশে মুক্তিপ্রাপ্ত)	রেকর্ড অপ্রকাশিত
হায় হায় প্রাণ যায়	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	মর্জিনা আবদাল্লা ১৯৭৩	BOE1110
সখী ভাবনা কাহারে বলে (সহঃ কবিতা কৃষ্ণমূর্তি)		রবীন্দ্রনাথ	শ্রীমান পৃথ্বীরাজ ১৯৭৩	রেকর্ড সারেগামা
যা যা যা ভুলে যা	বীরেশ্বর সরকার	বীরেশ্বর সরকার	সোনার খাঁচা ১৯৭৩	BOE1056
বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি	বীরেশ্বর সরকার	বীরেশ্বর সরকার	সোনার খাঁচা ১৯৭৩	BOE1057
ওই গাছের পাতায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	রাগ অনুরাগ ১৯৭৩	7EPE 5062
মাধবী ফুটেছে ওই	রাহুলদেব বর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	আরাধনা ১৯৭৬	ECLP 3404
চন্দ্র যে তুই	রাহুলদেব বর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	আরাধনা ১৯৭৬	ECLP 3404
আজ হৃদয়ে ভালবেসে (সহঃ কিশোর)	রাহুলদেব বর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	আরাধনা ১৯৭৬	ECLP 3404
হঠাৎ ভীষণ ভাল লাগছে	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	কবিতা ১৯৭৭	7EPE 5072
তোমাদের আসরে আজ	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	প্রক্সি ১৯৭৭	45 NLP 3003
এস এস প্রিয়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	সানাই ১৯৭৭	45 NLP 3002
হতাম যদি তোতা পাখী	বীরেশ্বর সরকার	বীরেশ্বর সরকার	মাদার ১৯৭৯	INRECO 2528-4035
এই বৃষ্টিতে ভিজে মাঠে (সহঃ মান্না দে)	বীরেশ্বর সরকার	বীরেশ্বর সরকার	মাদার ১৯৭৯	INRECO 2528-4035
হাজার তারার আলোয় ভরা	বীরেশ্বর সরকার	বীরেশ্বর সরকার	মাদার ১৯৭৯	INRECO 2528-4035
হায়রে পোড়া বাঁশী	রাহুলদেব বর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অনুসন্ধান ১৯৮১	INRECO 2228-0766
ওঠ ওঠ সূর্যাই রে ঝিকিমিকি দিয়া (সহঃ কোরাস)	রাহুলদেব বর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অনুসন্ধান ১৯৮১	INRECO 2228-0766
আমার স্বপ্ন যে (সহঃ কিশোর কুমার)	রাহুলদেব বর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অনুসন্ধান ১৯৮১	INRECO 2228-0767
না না কাছে এস না	রাহুলদেব বর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী	কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী ১৯৮১	Megaphone S/7LJNG

				2005
মঙ্গল দীপ জ্বেলে (সহঃ কোরাস)	বাপী লাহিড়ী	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	প্রতিদান ১৯৮৩	MFPE 6004
চুরি ছাড়া কাজ নেই (সহঃ কিশোর)	রাহুলদেব বর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	তিন মূর্তি ১৯৮৪	CLA 8001
আমি যে কে তোমার	অজয় দাস	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অনুরাগের ছোঁয়া ১৯৮৬	45 NLP 3054
আমারও তো সাধ ছিল	কানু ভট্টাচার্য	শঙ্কর ঘোষ	দোলনচাঁপা ১৯৮৭	GRL 1061
যায় যে বেলা যায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	পরশমণি ১৯৮৮	45 GLP 1020
বৃষ্টি অনাসৃষ্টি	বাপী লাহিড়ী	মুকুল দত্ত	প্রতীক ১৯৮৮	GRL 1069
পথ বলে দাও তুমি	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	তুমি কত সুন্দর ১৯৮৮	GRL 1069
(ও) যাকে পাবো না	অমিত কুমার	স্বপন চক্রবর্তী	আমানত ১৯৮৯	SCI
ও আমার সোনা রে (আনন্দ)	অমিত কুমার	স্বপন চক্রবর্তী	আমানত ১৯৮৯	SCI
ও আমার সোনা রে (দুঃখ)	অমিত কুমার	স্বপন চক্রবর্তী	আমানত ১৯৮৯	SCI
বলছি তোমার কানে কানে	বাপী লাহিড়ী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	আমার তুমি ১৯৮৯	VFLP 1067
এই জনমে আমরা আছি	বাপী লাহিড়ী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রণমি তোমায় ১৯৮৯	Gathani
এই জনমে আমরা আছি (সহঃ বাপী লাহিড়ী)	বাপী লাহিড়ী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রণমি তোমায় ১৯৮৯	Gathani
ফেলে আসা স্মৃতি আমার	রাহুলদেব বর্মণ	ভবেশ কুণ্ডু	শতরূপা ১৯৮৯	Gathani
যতবার দেখি মাগো তোমায় আমি	স্বপন চক্রবর্তী	স্বপন চক্রবর্তী	তুফান ১৯৮৯	GRL 1070
ঝড়ের হাওয়া ছিন্ন পাতা	স্বপন চক্রবর্তী	স্বপন চক্রবর্তী	তুফান ১৯৮৯	GRL 1070
চিতার আগুনে আমাকে পোড়াতে পারবে	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	আবিষ্কার ১৯৯০	Gathani
আমি শুইনি সারা রাত	হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর	মিঠু মুখোপাধ্যায়	আশ্রিতা ১৯৯০*	HMV
মা গো মা বলোনা	হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর	মিঠু মুখোপাধ্যায়	আশ্রিতা ১৯৯০*	HMV
আজা নয় রাজা (সহঃ পঙ্কজ মিত্র)	হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর	মিঠু মুখোপাধ্যায়	আশ্রিতা ১৯৯০*	HMV
*চিহ্নিত গানগুলি 'রাঙা ভাঙা চাঁদ' সিনেমার জন্যও রেকর্ড করা হয়েছিল। সিনেমাটি মুক্তি পায়নি। রেকর্ড নং MFPE 6009				
এ ভুবন কত সুন্দর	রবীন্দ্র জৈন	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	ভাঙাগড়া ১৯৯০	SCI
আপন যারা তারাই আমায়	রাহুলদেব বর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী	লড়াই ১৯৯০	EBI
এই রাত এত তারা আছে	অসিত গাঙ্গুলী(বম্বে)	মানস মুখোপাধ্যায়	মানসী ১৯৯০	Gathani
জীবন কত সুন্দর	স্বপন চক্রবর্তী	স্বপন চক্রবর্তী	মানদণ্ড ১৯৯০	CBS
আমি যদি হই ওগো চাঁদ (সহঃ অমিত কুমার)	স্বপন চক্রবর্তী	স্বপন চক্রবর্তী	মানদণ্ড ১৯৯০	CBS
জীবন কত সুন্দর (সহঃ ভূপিন্দর)	স্বপন চক্রবর্তী	স্বপন চক্রবর্তী	মানদণ্ড ১৯৯০	CBS

সব লাল পাহাড়ী তো (আনন্দ)	বাপী লাহিড়ী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	মন্দিরা ১৯৯০	Venus Co
সব লাল পাহাড়ী তো (দুঃখ)	বাপী লাহিড়ী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	মন্দিরা ১৯৯০	Venus Co
ও আমার সজনী গো	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	স্বর্ণতৃষা ১৯৯০	INRECO
সে নেই আমি আছি	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	আমার সাথী ১৯৯১	Venus Co
বলেছ যে কথা তুমি	রাহুলদেব বর্মণ	ভবেশ কুণ্ডু ও অঞ্জন চৌধুরী	অহঙ্কার ১৯৯১	EBI
তোমার আমার ভালবাসা	বাপী লাহিড়ী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	অন্তরের ভালবাসা ১৯৯১	GRL 1079
যেওনা দাঁড়াও প্রভু (১ম ভাগ)	রাহুলদেব বর্মণ	ভবেশ কুণ্ডু	বউরাণী ১৯৯১	TIPS
যেওনা দাঁড়াও প্রভু (২য় ভাগ)	রাহুলদেব বর্মণ	ভবেশ কুণ্ডু	বউরাণী ১৯৯১	TIPS
খুশীর সাগরে আমি সব ভুলে গিয়ে	রাহুলদেব বর্মণ	ভবেশ কুণ্ডু	বউরাণী ১৯৯১	TIPS
আমার সোনার চোখ দুটোতে (সহঃ কোরাস)	রাহুলদেব বর্মণ	অঞ্জন চৌধুরী	নবাব ১৯৯১	TIPS
সারা জীবন এমনি করে (সহঃ কোরাস)	রাহুলদেব বর্মণ	অঞ্জন চৌধুরী	নবাব ১৯৯১	TIPS
আমি স্বপ্ন আর দেখব না	বীরেশ্বর সরকার	বীরেশ্বর সরকার	রাজনর্তকী ১৯৯১	GRL 1078
হরি হরি হরি হরি বোল	বীরেশ্বর সরকার	বীরেশ্বর সরকার	রাজনর্তকী ১৯৯১	GRL 1078
সেই যদি স্বপনে এলে	বীরেশ্বর সরকার	বীরেশ্বর সরকার	রাজনর্তকী ১৯৯১	GRL 1078
কানামাছি ভোঁ ভোঁ	রাহুলদেব বর্মণ	মুকুল দত্ত	শ্বেত পাথরের থালা ১৯৯২	Sagarika
যে প্রদীপ জ্বালছো তুমি	রাহুলদেব বর্মণ	মুকুল দত্ত	শ্বেত পাথরের থালা ১৯৯২	Sagarika
বুকভরা মোর কান্না দিয়ে	রাহুলদেব বর্মণ	অঞ্জন চৌধুরী	শ্রদ্ধাঞ্জলি ১৯৯৩	TIPS
বুকভরা মোর কান্না দিয়ে (দুঃখ)	রাহুলদেব বর্মণ	অঞ্জন চৌধুরী	শ্রদ্ধাঞ্জলি ১৯৯৩	শুধু সাউণ্ড ট্রাকে আছে
বড় দেরী করে এলে	রবীন্দ্র জৈন	ডাঃ বিভূতি মুখোপাধ্যায়	দৃষ্টি ১৯৯৫	Sagarika
সবাই তো স্বপ্ন দেখে	গৌতম মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	অগ্নিসাক্ষী (অপ্রকাশিত)	Gathani